সংবাদ

তারিখ 07 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

সাবেক এমপি মকবুলকে শিক্ষামন্ত্রীর কলেজ উপহার

আকাশ চৌধুরী

বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য ড. সৈয়দ মকবুল হোসেনকে কলেজ উপহার দিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। নিজ নির্বাচনী এলাকার প্রতিদ্বন্দ্বী এই শিক্ষানুরাগীর গড়া একটি উচ্চ বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীত করার পর মন্ত্রীর প্রশংসায় গোটা এলাকা। কলেজটির প্রতিষ্ঠাতাসহ সবাই বলছেন, এটা মন্ত্রীর নিরহংকার ও উদারতার পরিচয়ই নয়, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে অনন্য অবদান রাখাও বটে। মন্ত্রী নিজেও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য ড. সৈয়দ মকবুল হোসেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

১৯৮০ সালে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার আমুড়া ইউনিয়নে নিজ নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

কলেজ : উপহার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠা করেন সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী ড. সৈয়দ মকবুল হোসেন। এ সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়টি অনেক প্রশংসা কুড়ায়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দীর্ঘদিন থেকে এলাকার ছেলেমেয়েদের স্বার্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে কলেজে রূপান্তরিত করার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। তবে বর্তমান সময়ে অনেকটা সংকোচিত ছিলেন তিনি। এর কারণ হিসেবে জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যেখান থেকে নির্বাচিত, সেই সিলেট-৬ আসন (গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার) থেকে নাহিদের বিপক্ষে নির্বাচন করে জয়ী হয়েছিলেন ড. মকবুল। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিকের কাছে নিজের বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীত করার প্রস্তাব কি করে দেবেন, বা দিলেও কথা রাখেন কিনা সেই সংশয় ছিল তার মধ্যে। তবে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সংকোচতা ভেঙে তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে কলেজে রূপান্তরিত করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে একদিন টেলিফোন করে অনুরোধ করেন তিনি। মন্ত্রীও তার অনুরোধ রক্ষা করেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর মন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'ড. সৈয়দ মকবুল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়' হয়ে ওঠে 'ড. সৈয়দ মকবুল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ'। একসময়কার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিকে মন্ত্রীর এ উপহার সকলের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও প্রশংসা কুড়ায়। শুধু তাই নয়, শিক্ষামন্ত্রী নিজে সম্প্রতি এ বিদ্যালয়টির কলেজ শাখার উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সাবেক সংসদ সদস্য ড. সৈয়দ মকবুল হোসেনকে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। বলেন, 'এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে মকবুল হোসেন অনেক অবদান রেখেছেন।' অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ বিদ্যালয় ও কলেজে কলেজ শাখার জন্য ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি ভবন নির্মাণেরও ঘোষণা দেন। মন্ত্রীর এ আন্তরিকতা দেখে অনুষ্ঠানে সবাই মুগ্ধ হন।

এ সম্পর্কে ড. সৈয়দ মকবুল হোসেন বলেন, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একজন সৎ ও কর্মঠ রাজনীতিবিদ। তার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন সমালোচনা ও অভিযোগ নেই। তিনি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশে শিক্ষা প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন। তার বিরুদ্ধে জনগণের কোন দুর্নীতির অভিযোগ নেই। এ ধরনের ব্যক্তিই জনগণের প্রতিনিধি হওয়া উচিত। এতে করে জনগণই সুফল পাবে এবং উপকৃত হবে। তিনি তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীত করায় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এদিকে, বিদ্যালয়টির কলেজ শাখা চালু হওয়ার পরপরই ভর্তি কার্যক্রম শেষ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা ড. সৈয়দ মকবুল হোসেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নগদ দশ হাজার টাকা করে প্রদান করেন। এ সম্পর্কে মকবুলের বক্তব্য, বইপুস্তক ও খাতা-কলম কেনার জন্য এ টাকা দিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়েছে।